রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৩ আশ্বিন, ১৪২৩ মোতাবেক ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

নিম্নলিখিত বিলটি ১৩ আশ্বিন, ১৪২৩ মোতাবেক ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৪০/২০১৬

Bangladesh Academy for Rural Development Ordinance, 1986 (Ordinance No. LXIV of 1986) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন), অতঃপর পঞ্চদশ সংশোধনী বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ, অতঃপর "উক্ত অধ্যাদেশসমূহ" বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতেও উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহ এবং উহাদের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, ইত্যাদি প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ এবং বহাল ও অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত, জনস্বার্থে, উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা প্রদান করা আবশ্যক; এবং

মূল্য : টাকা ১২.০০

যেহেতু দীর্ঘ সময় পূর্বে জারীকৃত উক্ত অধ্যাদেশসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক যথাসময়ে নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সময় সাপেক্ষ; এবং

যেহেতু পঞ্চদশ সংশোধনী এবং সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট আইনী শূন্যতা সমাধানকল্পে সংসদ অধিবেশনের না থাকাবস্থায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ২ নং অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিয়াছেন; এবং

যেহেতু সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখিবার স্বার্থে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) প্রণীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Bangladesh Academy for Rural Development Ordinance, 1986 (Ordinance No. LXIV of 1986) অধ্যাদেশটি রহিতক্রমে উহার বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে,—

(১) "একাডেমি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি;

(২) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৩) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৪) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(৫) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৬) "ভাইস চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান;

(৭) "মহাপরিচালক" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিযুক্ত একাডেমির মহাপরিচালক; এবং

(৮) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের কোন সদস্য।

৩। **একাডেমি প্রতিষ্ঠা।**—(১) Bangladesh Academy for Rural Development Ordinance, 1986 (Ordinance No. LXIV of 1986) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (Bangladesh Academy for Rural Development) এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) একাডেমি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং একাডেমি ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **প্রধান কার্যালয়।**—(১) একাডেমির প্রধান কার্যালয় কুমিল্লা জেলার কোটবাড়ীতে থাকিবে।

(২) একাডেমি, উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন, স্থানান্তর বা বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

৫। **কার্যক্রম পরীক্ষার স্থান।**—একাডেমি, পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোন এলাকা ব্যবহার করিতে পারিবে।

৬। **পরিচালনা ও প্রশাসন।**—(১) একাডেমির পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং একাডেমি যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য-সম্পাদন করিতে পারিবে, বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য-সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড উহার দায়িত্ব পালন ও কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন, বিধি, প্রবিধান ও সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

৭। **বোর্ড গঠন, ইত্যাদি।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, যিনি উহার ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(ঘ) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(ঙ) সচিব, অর্থ বিভাগ - সদস্য;

(চ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য;

(ছ) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(জ) সদস্য, কৃষি ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পরিকল্পনা কমিশন - সদস্য;

(ঝ) রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - সদস্য;

(ঞ) নির্বাহী সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল - সদস্য;

(ট) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড - সদস্য;

(ঠ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান - সদস্য;

(ড) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর - সদস্য;

(ঢ) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া - সদস্য;

(ণ) মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট - সদস্য;

(ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি - সদস্য;

(থ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

ব্যাখ্যা।–উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "সচিব" অর্থে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে প্রতিমন্ত্রী, যদি থাকেন, এবং মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে উপ-মন্ত্রী, যদি থাকেন, বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ত) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই কোন কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) উক্তরূপ কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন;

আরও শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(৪) কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে বা স্বীয় পদ ত্যাগ করিলে বা অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলে, উক্ত পদ শূন্য হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে সরকার, কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগদান করিবে।

৮। **একাডেমির কার্যাবলী**।—একাডেমির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) পল্লী উন্নয়ন ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে গবেষণা পরিচালনা;

(খ) পল্লী উন্নয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও ব্যক্তিগণকে বুনিয়াদী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;

(গ) উন্নয়নের ধারনা ও তত্ত্বসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং, ক্ষেত্রমত, বাস্তবায়ন;

(ঘ) পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন;

(ঙ) সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শমূলক সেবা প্রদান;

(চ) দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে সহায়তা প্রদান এবং তত্ত্বাবধান;

(ছ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং পরিচালনা; এবং

(জ) পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

৯। **নির্দেশদানে সরকারের সাধারণ ক্ষমতা**।—সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্যের আলোকে পল্লী উন্নয়নের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করিবে সেই সকল পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য, সময় সময়, বোর্ডকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে কোন নির্দেশ প্রদান করা হইলে বোর্ড উহা প্রতিপালন করিবে।

১০। **বোর্ডের সভা**।—(১) বোর্ড প্রতি ৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৩) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভাইস- চেয়ারম্যান উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) বোর্ডর কোন কার্য বা কার্যধারা কেবল উক্ত বোর্ডের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে অবৈধ হইবে না এবং তদ্‌সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১১। **চেয়ারম্যানের বিশেষ ক্ষমতা।**—যদি এমন কোন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে ক্ষেত্রে একাডেমির স্বার্থে বোর্ডের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত আবশ্যক, সেই ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবেন এবং তিনি উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত করিবেন।

১২। **মহাপরিচালক।**—(১) একাডেমির একজন মহাপরিচালক থাকিবেন।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক একাডেমির প্রধান নির্বাহী ও একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি—

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবেন;

(খ) একাডেমির কাজ-কর্ম এবং তহবিল পরিচালনা করিবেন; এবং

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ও কার্য-সম্পাদন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্যপদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইত্যাদি নিয়োগ।**—(১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে একাডেমি ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে বোর্ডকে পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপদেষ্টা ও পরামর্শক নিয়োগ করা যাইবে।

১৪। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।**—স্বীয় দায়িত্ব এবং কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য একাডেমি, সরকারের অনুমোদনক্রমে ও তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রযোজ্য শর্তাবলীর অধীন উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য একাডেমি দায়ী থাকিবে।

১৫। **তহবিল।**—(১) একাডেমির একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে গৃহীত ঋণ;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ;

(ঙ) চেম্বার্স অব কমার্স, বাণিজ্যিক সংগঠন ও কোন সংস্থা বা সমিতির নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(চ) দান এবং বৃত্তির (এনডাউমেন্ট) অর্থ;

(ছ) একাডেমির সম্পদ বিক্রয় হইতে লব্ধ অর্থ, বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত সুদ বা লভ্যাংশ, উৎসর্গকৃত অর্থ এবং রয়্যালটি; এবং

(জ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিতে হইবে।

(৪) এই আইনের অধীন সম্পাদিত কোন কার্য সংক্রান্ত ব্যয়সহ অন্যান্য সকল দায় একাডেমির তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে।

(৫) সরকারের নিয়মনীতি ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে তহবিলের অর্থ হইতে একাডেমির প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'তফসিলি ব্যাংক' অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর Article 2(J) তে সংজ্ঞায়িত Schedule Bank।

১৬। **বাজেট।**—একাডেমি, প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে সম্ভাব্য কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহারও উল্লেখ থাকিবে।

১৭। **হিসাব ও নিরীক্ষা।**—(১) একাডেমি, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে অর্থ ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর এই ধারায় মহাহিসাব-নিরীক্ষক হিসাবে অভিহিত, যেরূপ পদ্ধতি উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ পদ্ধতিতে একাডেমির হিসাব নিরীক্ষিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিরীক্ষার প্রয়োজনে মহাহিসাব-নিরীক্ষক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি একাডেমির যে কোন রেকর্ড, নথি, বই, দলিল, নগদ জামানত, ভান্ডার এবং অন্যান্য সম্পত্তি পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তিনি একাডেমির চেয়ারম্যান, সদস্য, মহাপরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, উপদেষ্টা বা পরামর্শককে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) মহাহিসাব-নিরীক্ষক, যতদ্রুত সম্ভব, নিরীক্ষিত প্রতিবেদন একাডেমিতে প্রেরণ করিবেন এবং অতঃপর একাডেমি উক্ত প্রতিবেদনে একাডেমির মন্তব্য প্রদানপূর্বক উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত ত্রুটি বা অনিয়মসমূহ সমাধানের জন্য একাডেমি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৮। **বার্ষিক প্রতিবেদন, ইত্যাদি।**—(১) একাডেমি প্রতি অর্থ বৎসরে উহার সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩১ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির পর, যতদ্রুত সম্ভব, একাডেমি নিরীক্ষাকৃত হিসাবের একটি বিবরণী সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনে, একাডেমির নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন বিষয়ের উপর বিবরণী, রিটার্ণ ও প্রতিবেদন চাহিতে পারিবে এবং একাডেমি উহা সরকারের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। **কমিটি।**—একাডেমি, বোর্ড কর্তৃক অর্পিত কোন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

২০। **ক্ষমতা অর্পণ।**—(১) বোর্ড, বিশেষ বা সাধারণ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত শর্তাধীনে, মহাপরিচালক, কোন সদস্য বা একাডেমির যে কোন কর্মকর্তাকে উহার যে কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক একইভাবে উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা ব্যতীত, যে কোন ক্ষমতা বোর্ডের কোন সদস্য বা একাডেমির যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

২১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—একাডেমি, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় ও সমীচীন বলিয়া বিবেচিত সকল বিষয়ে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) Bangladesh Academy for Rural Development Ordinance, 1986 (Ordinance No. LXIV of 1986), অতঃপর রহিতকৃত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিতকৃত Ordinance এর অধীন—

(ক) কৃত কোন কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) Academy কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা বা গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোন কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(গ) Academy কর্তৃক সম্পাদিত কোন চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হইয়াছে;

(ঘ) Academy এর সকল ঋণ, দায় ও আইনগত বাধ্যবাধকতা এই আইনের বিধান অনুযায়ী সেই একই শর্তে একাডেমির ঋণ, দায় ও আইনগত বাধ্যবাধকতা হিসাবে গণ্য হইবে;

(ঙ) কোন চুক্তি বা চাকরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে Academy 'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, তাহারা এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে একাডেমির চাকরিতে নিয়োজিত এবং, ক্ষেত্রমত, বহাল থাকিবেন; এবং

(চ) Academy এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, তহবিল, স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ অর্থ, ব্যাংক জমা ও সিকিউরিটিসহ তহবিল এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল হিসাব বই, রেজিস্ট্রার, রেকর্ডপত্রসহ অন্যান্য সকল দলিল-দস্তাবেজ এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একাডেমিতে হস্তান্তরিত এবং একাডেমি উহার অধিকারী হইবে।

(৩) উক্ত Ordinance রহিত হওয়া সত্ত্বেও উহার অধীন প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধান, জারীকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, প্রণীত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম এবং অনুমোদিত সকল বাজেট উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের কোন বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত এবং অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কৃষির আধুনিকীকরণ ও নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সমাধানে তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক মডেল সৃষ্টি করেছে, যা দেশে-বিদেশে অধিকতর সমাদৃত হয়েছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' কে আরো শক্তিশালী ও সক্রিয় করার জন্য এর আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ১৯৮৬ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে পরিচালিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-এর যাবতীয় কার্যক্রমকে আইনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৬" করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৬" শীর্ষক বিলের খসড়া প্রণয়ন করা হয়। খসড়া বিলটি গত ২৭ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে মন্ত্রিসভার বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে। এই বিলটিতে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত বিধায় উত্থাপনের জন্য সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে।

২। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখা এবং একাডেমি-এর আইনি কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৬" শীর্ষক বিলটি প্রণয়ন করা সমীচীন।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd